	ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্য বিল, ২০২১	
	একটি বিল	
	ঐতিহ্যবাহী এবং ছোট আকারের জেলেদের জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা, ভারতের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য সম্পদের সুস্থিত উন্নয়নের জন্য এবং এবং ভারতীয় মৎস্য দ্বারা গভীর সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের আহরণের আহরণের জন্য দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা, মৎস্য সম্পদের সম্পদের আহরণের জাহাজ/নৌকা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য।	
	ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বাহাত্তর বছরে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণয়ন করা প্রণয়ন করা হোক নিম্নরূপে:	
	অধ্যায় ১ **প্রারম্ভিক**	
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং আরম্ভ আরম্ভ	১. (১) এই আইনটিকে ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্য আইন, 2021 হিসেবে হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।	
	(২) এটি এমন তারিখে বলবৎ হবে যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি সরকারি গেজেটে, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, নিয়োগ করবে:	
	তবে এই শর্ত থাকবে যে, এই আইনের বিভিন্ন বিধানের জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন তারিখ নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং এই আইনের প্রবর্তনের প্রবর্তনের অনুরূপ বিধানের যে কোন তথ্যসূত্রকে সেই বিধান কার্যকর হওয়ার একটি তথ্যসূত্র হিসাবে বোঝাতে হবে।	
প্রয়োগ	২. এই আইন মাছ ধরা এবং মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে -	
	(i) বিশিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল যা আঞ্চলিক জলের বাইরে এবং সংলগ্ন সংলগ্ন এলাকা এবং গভীর সমুদ্রে ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ/ নৌকা দ্বারা দ্বারা মৎস্য আহরণ;	
	(ii) ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চলে বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ/নৌকা দ্বারা	
সংজ্ঞা.	৩. এই আইনে, যদি না প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যথায় প্রয়োজন হয়,- প্রয়োজন হয়,-	
	(ক) "অনুমোদিত কর্মকর্তা" বলতে ২২ নং ধারা-এর অধীনে অবহিত একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা;	
	(খ) "পরামর্শমূলক কমিটি"র অর্থ হলো ২১ নং ধারা-এর অধীনে গঠিত সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত পরামর্শমূলক কমিটি;	
	(গ) "স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল" মানে ৭ নং ধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রাধীন রাষ্ট্রাধীন জলভাগ, মহীসোপান, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং অন্যান্য অন্যান্য সামুদ্রিক অঞ্চল আইন, ১৯৭৬-এর অন্তর্গত অঞ্চল;	১৯৭৬ -এর ৮০

	(d) "মাছ" বলতে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ এবং সামুদ্রিক পাখি পাখি ছাড়া সব প্রকার পাখনাযুক্ত মাছ, মোলাস্কস, ক্রাস্টেসিয়ান এবং অন্য এবং অন্য সব ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদদের বুঝায়;	
	(ঙ) "মৎস্যজীবী"র অর্থ যারা জীবিকা বা লাভের উদ্দেশ্যে মাছ ধরে এবং এবং মাছ ধরা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত এবং একজন মৎস্য শ্রমিককে শ্রমিককে এই অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে;	
	(চ) "মাছ ধরা"র অর্থ হল যে কোন পদ্ধতিতে মাছের সন্ধান করা বা অনুসরণ করা, মাছ ধরা বা নেওয়া বা সংগ্রহ করা;	
	(ছ) "মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম" বলতে মাছেদের অবতরণ, প্যাকেজিং, বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, বা জীবন্ত মাছের পরিবহন, পরিবহন, যানাঁতরিত করা বা পরিবহন যা আগে বন্দরে অবতরণ করানো হয়নি, তা বোঝায়;	
	(জ) "মৎস্যচাষ" মানে মাছ ধরা এবং মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের শোষণ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত; অন্তর্ভুক্ত;	
	(ঝ) "মৎস্য তথ্য" মানে আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক এবং পরিবেশগত সূচক সম্পর্কিত তথ্য যেখানে মাছ ধরা হয় এবং ভারতের মৎস্য সম্পদের কার্যকর সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি; উপলব্ধি;	
	(ঙ) "মাছ ধরার জাহাজ" অর্থ একটি জাহাজ বা নৌকা যা মোটরচালিত বা বা যান্ত্রিকীকৃত হোক না কেন, যা সমুদ্রে মাছ ধরার এবং মাছ ধরার সাথে সাথে সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত থাকে;	
	(ট) "বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ"-এর অর্থ হল ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ ব্যতীত অন্য মাছ ধরার জাহাজ;	
	(ঠ) "গভীর সমুদ্র" বলতে বুঝায় এমন জলঅঞ্চলগুলি যা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরের সীমার বাইরে, এবং যা অন্য কোনও দেশের দেশের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে পড়ে না;	
	(ড) "ভারতীয় মৎস্য যান" মানে ভারতের একজন নাগরিকের মালিকানাধীন একটি মাছ ধরার জাহাজ এবং বণিক জাহাজ সংক্রান্ত আইন, 1958 বা ভারতে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানের বিধানের অধীনে নিবন্ধিত;	১৯৫৮ সালের ৪৪
	(ঢ) "লাইসেন্স"-এর অর্থ এই আইনের অধীনে মাছ ধরা এবং মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ১৭ নং ধারা-এর উপ-ধারা (৫)-এর অধীনে অধীনে জারি করা একটি মাছ ধরার লাইসেন্স;	
	(ণ) "লাইসেন্সিং অথরিটি" অর্থ রাজ্য সরকার কর্তৃক তাদের সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে নিযুক্ত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ; কর্তৃপক্ষ;	
	(প) "ভারতের সমুদ্র অঞ্চল" বলতে ভারতের আঞ্চলিক জলএলাকা এবং এবং ভারতের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের অন্তর্গত জলএলাকা;	
	(ফ) মাছ ধরার জাহাজের ব্যাপারে "মাস্টার" বা "স্কিপার", মানে যে কোন কোন ব্যক্তি যিনি মাছ ধরার জাহাজ পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ বা মাছ ধরার	

	মাছ ধরার জাহাজের দায়িত্ব পালন করে;	
	(ব) "যান্ত্রিক মাছ ধরার যান" মানে হলের সাথে লাগানো ইঞ্জিনসহ যেকোন যেকোন মাছ ধরার জাহাজ, যা প্রপালশনের পাশাপাশি মাছ ধরার কাজ যেমন জাল নিক্ষেপণ এবং টানা, কার্যকরী লাইন ইত্যাদি উভয়ের জন্য যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে;	
	(ভ) "মোটরচালিত মাছ ধরার জাহাজ" অর্থ হল এমন কোন মাছ ধরার জাহাজ যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিন লাগানো থাকে অথবা জাহাজের জাহাজের বাইরে সাময়িকভাবে লাগানো হয়, যা চালনার জন্য ব্যবহৃত হয়; হয়;	
	(ম) "সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি" বলতে ৪ নং ধারা-এর অধীনে অধীনে প্রজ্ঞাপিত সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি;	
	(ত) "মোটরবিহীন মাছ ধরার যান" বলতে এমন একটি মাছ ধরার জাহাজ বুঝায় যা চালনা বা মাছ ধরার কাজে কোনো ধরনের যন্ত্র শক্তি ব্যবহার করে ব্যবহার করে না;	
	(থ) "বিজ্ঞপ্তি"র অর্থ হল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি এবং বিজ্ঞপ্তি এবং সেই অনুযায়ী 'বিজ্ঞাপন' অভিব্যক্তিটি বোঝানো হবে; হবে;	
	(দ) "অপারেটর"-এর অর্থ হল - এমন মালিক বা ব্যক্তি যিনি আপাতত একটি মাছ ধরার জাহাজের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন; আছেন;	
	(ধ) মাছ ধরার জাহাজের সাথে সম্পর্কিত "মালিক" বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তি ব্যক্তি যার কাছে মাছ ধরার জাহাজ বা মাছ ধরার জাহাজের একটি অংশের অংশের মালিকানা আছে; ব্যাখ্যা - এই ধারাটির সঠিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে, এই ধারার ধারার অধীনে সেই "ব্যক্তি"দের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের অংশীদারিত্ব অংশীদারিত্ব রয়েছে বা যে কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা, সে অন্তর্ভুক্ত করা হোক বা না হোক ;	
	(ন) "নির্ধারিত" বলতে বুঝায় তাহাই যা এই আইনের অধীনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত;	
	(য) "বিনোদনমূলক মাছ ধরা" অর্থ খেলাধুলা বা আনন্দের জন্য মাছ ধরা; ধরা;	
	(র) "ছোট আকারের মৎস্যজীবী"র অর্থ হল - বৃহৎ খামার বা কোম্পানী কোম্পানী ব্যতীত অন্য মালিক-চালিত বা মৎস্যসম্পদ বিষয়ক উদ্যোক্তা, উদ্যোক্তা, যেখানে স্বল্প পরিমাণ পুঁজি এবং শক্তি জড়িত এবং জীবিকা জীবিকা নির্বাহ, গৃহস্থালির খরচ বা সরবরাহের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য জন্য একদিন বা বহুদিনের মাছ ধরার সফর করার সঙ্গে যুক্ত;	
	(ল) "বিশেষ লাইসেন্স"-এর অর্থ হল ১৮ নং ধারার অধীনে জারি করা লাইসেন্স;	
	(ব) "রাজ্য সরকার"-এর অর্থ হল রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অঞ্চল প্রশাসন যার উপকূলীয় অবস্থান রয়েছে	
	(স) "আঞ্চলিক জল" বলতে বুঝায় এই সকল জল এলাকা যেগুলি ১৯৭৬	১৯৭৬ সালের

	সালের ৩নং ধারা অনুযায়ী ভারতের আঞ্চলিক জল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত, চিহ্নিত, মহীসোপানসমূহ, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ভারতীয় সামুদ্রিক ভারতীয় সামুদ্রিক অঞ্চল;	৮০
	(শ) "প্রথাগত মৎস্যজীবী"র অর্থ হল - মৎস্যজীবীদের ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায় সম্প্রদায় যারা প্রাথমিকভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে এবং জীবিকার প্রয়োজনে উত্তরাধিকারসূত্রে সামুদ্রিক মাছ ধরার পেশা লাভ করে লাভ করে এবং কারিগর মৎস্যজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে;	
	অধ্যায় ২ **মৎস্য সম্পদের টেকসই/নিরন্ততার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা**	
সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি	৪. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই, সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও বিজ্ঞাপিত করবে।	
	(২) সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি এই আইনের বিধানগুলির বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় কৌশল ও সেই সঙ্গে সামুদ্রিক মৎস্যচাষের মৎস্যচাষের বিকাশের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা বা নীতি নির্ধারণ করবে। করবে।	
	(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সময়ে সময়ে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তিত বিজ্ঞপ্তিত সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি পর্যালোচনা এবং এবং সংশোধন করতে পারে।	
সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা	৫. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর, সামুদ্রিক সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি অনুসারে এক বা একাধিক সামুদ্রিক সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিজ্ঞাপিত করতে পারে। পারে।	
	(২) সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবস্থা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে -	
	(i) মূল্য শৃঙ্খল (value chain) সহ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুস্থিত উন্নয়ন; উন্নয়ন;	
	(ii) ঐতিহ্যবাহী এবং ছোট আকারের জেলেদের জীবিকা ও জীবন যাপনের যাপনের মানের সম্মৃদ্ধিস্থাপন;	
	(iii) কৃত্রিম প্রাচীর তৈরি এবং সামুদ্রিক মৎস্য সঞ্চারের মাধ্যমে মাছের মাছের মজুদ বৃদ্ধি করা;	
	(iv) বিনোদনমূলক মাছ ধরা, জল-ক্রীড়া, সামুদ্রিক পর্যটন এবং অন্যান্য অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত জীবিকার সুযোগের ব্যবস্থা করা; ব্যবস্থা করা;	
	(v) সামুদ্রিক জেলেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;	
	(vi) মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার জন্যে মৎস্যআহরণ-পরবর্তী পরিচর্যার পরিচর্যার জন্যে মৎস্য সম্পদ পরিকাঠামোর উন্নয়ন; এবং	
	(vii) নিরাপদ জাল এবং সমুদ্রে জেলেদের নিরাপত্তা।	
সামুদ্রিক মৎস্য	৬. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শের পর, সামুদ্রিক সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করার জন্য, সামুদ্রিক	

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক জাতীয় নীতি অনুসারে এক বা একাধিক সামুদ্রিক সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিজ্ঞাপিত করতে পারে। করতে পারে।	
	(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ঘোষিত সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদগুলির সুস্থিত ব্যবহারের উপর মনোনিবেশ করবে যার মধ্যে তাদের সংরক্ষণ করার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা যেমন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তেমনি থাকবে -	
	(i) নৌবহরের আকার এবং মাছ ধরার প্রচেষ্টার সঠিক মাত্রা নির্ণয়; (ii) স্থানিক এবং সাময়িক বন্ধনি; (iii) কিশোর মাছের সুরক্ষার জন্য প্রজাতি-নির্দিষ্ট জালের আকার নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করা; (iv) এলাকা-নির্দিষ্ট এবং সম্পদ-নির্দিষ্ট মাছ ধরার চর্চার প্রচার; (v) মাছ ধরার সময়ে যে সকল অপ্রয়োজনীয় মাছ বা অন্যান্য প্রাণী (by-(by-catch) জালে চলে আসে তার পরিমান ও সেগুলির বাতিলিকরণের পরিমান হ্রাস।	
	(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) তে থাকা বিধানগুলির প্রতি পূর্বানুমান না করে, কেন্দ্রীয় সরকার যেটা করতে পারে তা হলো, – (i) ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ দ্বারা উচ্চ সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের সুস্থিত সুস্থিত এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং এই ধরনের সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করবে, নির্দিষ্ট করবে, সেই সকল ব্যবস্থাপনা যার সাথে সেই সকল আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক যন্ত্র এবং চুক্তির সঙ্গতি থাকবে, যেখানে ভারতবর্ষও একজন একজন অংশীদার;	
	(ii) মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক এবং সুস্থিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং রাজ্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর, ইহা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উল্লেখ করা হবে, করা হবে, মৎস্য চাষিরা যেন দায়িত্বশীল মৎস্যচাষের জন্য FAO আচরণবিধির উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেন, মৎস্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তুতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র পদ্ধতির গ্রহণ এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সহ-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা এবং সতর্কতামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন।	
	(৪) এই আইনের অধীনে প্রতিটি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এবং এবং (৩)-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থাগুলি মেনে চলবে।	
সামুদ্রিক মৎস্য তথ্য	৭. (১) মৎস্য বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকার সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যের তথ্যের জাতীয় ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে।	
	(২) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং এই ধরনের সংস্থা বা সংস্থাগুলির সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় সাপেক্ষে, যা প্রয়োজন মনে করবে, সেগুলি করবে, যেমন:	
	(i) মৎস্য, মৎস্য সম্পদ, মৎস্য অবতরণ, মৎস্য অবকাঠামো এবং মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং তথ্য তথ্য সংগ্রহ করা; (ii) দফা (i) এ উল্লিখিত তথ্য সমন্বিত, প্রক্রিয়া এবং প্রেরণ করা।	
	(৩) উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত তথ্যের সংগ্রহ, সংমিশ্রণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে যেভাবে নির্ধারিত করা হবে হবে সেইভাবে করা হতে পারে।	

	(৪) কেন্দ্রীয় সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উপ-ধারা (২) এর ধারা (i) এবং (ii)-এর (ii)-এর অধীনে উল্লিখিত তার যেকোনো বা সমস্ত কার্যকলাপ এই ধরনের ধরনের সত্তা বা সংস্থাকে অর্পণ করতে পারে, যাদেরকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হবে।	
জেলে ও মাছ ধরার জাহাজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা	৮. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে, মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করতে এবং সমুদ্রে মাছ ধরার জাহাজ ও জেলেদের জেলেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ও নজরদারির একটি ব্যবস্থা বজায় রাখবে।	
	(২) কেন্দ্রীয় সরকার, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকারগুলির সাথে সাথে পরামর্শের পরে, মাছ ধরার জাহাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভাগের জন্য জন্য পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারির মান নির্ধারণ সহ এই ধরনের ধরনের ব্যবস্থাগুলি নির্ধারণ করবে এবং তাদের এলাকা বা এলাকাগুলিও নির্ধারণ করবে।	
	(৩) মাছ ধরার জাহাজে থাকা প্রত্যেক জেলে এবং অন্যান্য সকল সদস্যকে সদস্যকে আধার কার্ড সহ তার পরিচয়ের প্রমাণপত্র বহন করতে হবে। হবে।	
অবৈধ, অবিবৃত এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার বিষয়ে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা	৯. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর, খাদ্য ও কৃষি ও কৃষি সংস্থার (FAO) স্বেচ্ছাসেবী যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বিজ্ঞাপিত করবে, যথা, অবৈধ, অবিবৃত এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা বন্ধ করতে, প্রতিরোধ করতে এবং নির্মূল করতে (IUU করতে (IUU Fishing) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা।	
	(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং গভীর সমুদ্রে IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে- (i) IUU মাছ ধরার সমস্যাকে সমাধানের ক্ষেত্রে সুযোগ এবং বাধাসমূহের বাধাসমূহের মূল্যায়ন; (ii) বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও কার্যাবলী চিহ্নিত কার্যাবলী চিহ্নিত করা; (iii) সুবিধাভোগীদের সংবেদনশীল করে তুলা; এবং (iv) অন্যান্য যে কোনো প্রয়োজনীয়তা যা কেন্দ্রীয় সরকার আবশ্যক বলে আবশ্যক বলে মনে করবে।	
	(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, এই ধারার বিধানগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, উপ-উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে পারে যে, এই যে, এই আইনের অধীনে প্রতিটি লাইসেন্স ধারককে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে ব্যবস্থাপনাকে মেনে চলতে হবে।	
ঐতিহ্যবাহী এবং ছোট আকারের	১০. কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলির সাথে পরামর্শের পরে, অ-মোটরচালিত মাছ ধরার জাহাজগুলি পরিচালনাকারী জেলেরা সহ ঐতিহ্যবাহী এবং ছোট আকারের জেলেদের জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক	

জেলেদের সমর্থনের ব্যবস্থা	সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ দ্বারা মাছ ধরা ধরা নিষেধ	১১. কোন বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ এই আইনের অধীনে ভারতের সমুদ্র সমুদ্র অঞ্চলে মাছ ধরা বা মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত কাজে জড়িত থাকবে থাকবে না।	
বিদেশী মাছ ধরার জাহাজের পরিবহন	১২. ভারতের সমুদ্র অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে চলাচলকারী প্রতিটি বিদেশী বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবে, যা কিনা নির্ধারিত নির্ধারিত থাকবে।	
ধ্বংসাত্মক মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা	১৩. মাছ ধরা বা ধ্বংস করার জন্য কোন ব্যক্তি ডিনামাইট বা অন্য কোন কোন বিস্ফোরক পদার্থ, বিষাক্ত বা বিষাক্ত রাসায়নিক, বা ধ্বংসাত্মক পদার্থ ধ্বংসাত্মক পদার্থ ব্যবহার করতে পারবে না বা আলোর ব্যবহার সহ কোন কোন ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে না:	
	তবে শর্তসাপেক্ষে কোনো নির্দিষ্ট মাছ ধরার পদ্ধতিতে আলোর ব্যবহারের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যেমনটি নির্ধারিত থাকবে:	
	আরও উল্লেখ্য যে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলির সাথে পরামর্শের পরামর্শের পরে, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই ধারার অধীনে আরো কিছু বিস্ফোরক পদার্থ, ধ্বংসাত্মক উপকরণ বা মাছ ধরার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে নির্দিষ্ট করতে পারে যা নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা হতে পারে।	
কিশোর মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা	১৪. (১) কোনো ব্যক্তি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বা গভীর সাগরে কিশোর সাগরে কিশোর মাছ ধরা বা মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে করতে পারবে না।	
	(২) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শের পর, কিশোর মাছ মাছ ধরা বা মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপ রোধ করার ব্যবস্থাগুলি ব্যবস্থাগুলি নির্ধারণ করবে।	
	(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, কিশোর মাছের মাছের শ্রেণীতে পড়ে এমন বিভিন্ন মাছের প্রজাতির আকার নির্দিষ্ট করে করে দেবে।	
ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ দ্বারা মাছ ধরার লাইসেন্স	১৫. (১) এই আইনের প্রবর্তনের তারিখ থেকে একশত আশি দিনের মেয়াদে, মেয়াদে, কোন ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ একটি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা বা মাছ ধরা ধরা সম্পর্কিত কার্যকলাপে নিয়োজিত হতে পারবে না।	
	(২) উপ-ধারা (১)-এর বিধান মোটরবিহীন মাছ ধরার জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।	
লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	১৬. রাজ্য সরকারগুলির লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এই আইনকে বলবৎ করার করার জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হবে।	
লাইসেন্সের শর্তাবলী	১৭. (১) ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজের যে কোনও মালিক লাইসেন্সিং	

	কর্তৃপক্ষের কাছে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল, গভীর সমুদ্র বা উভয় ক্ষেত্রেই উভয় ক্ষেত্রেই মাছ ধরার এবং মাছ ধরার সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য জন্য লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন করতে পারেন।	
	(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে প্রতিটি আবেদনপত্রের ফর্মে এই ধরনের বিবরণ থাকবে, এবং নির্দিষ্ট ফি-এরও উল্লেখ থাকবে, যেমন নির্ধারিত হবে: হবে:	
	তবে ইহাও নির্ধারিত থাকবে যে, মাছ ধরার জাহাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভাগ এবং তাদের এলাকা বা এলাকাগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে লাইসেন্সের জন্য বিভিন্ন অংকের দেয় বা ফি নির্ধারিত হতে পারে	
	(৩) কেন্দ্রীয় সরকার উপ-ধারা (২)-এর অধীনে লাইসেন্সের জন্য ফি-এর এর পরিমান, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর, নির্ধারণ করবে।	
	(৪) উপ-ধারা (২)-তে উল্লেখিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স ফি সংগ্রহ সংগ্রহ করা হবে।	
	(৫) লাইসেন্সটি এমন রূপে ও পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জারি জারি করা হবে যা কিনা নির্ধারিত থাকবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈধ বৈধ হবে:	
	তবে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে আঞ্চলিক জলসীমায় মাছ ধরার জন্য এবং স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছ ধরার এবং ধরার এবং মাছ ধরার সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য সম্মিলিত লাইসেন্স প্রদান লাইসেন্স প্রদান করতে বাধা দেবে না:	
	শর্তসাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছ ধরা এবং মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য জন্য আবেদনকারী যেকোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যিনি ইতিমধ্যে আঞ্চলিক জলে আঞ্চলিক জলে মাছ ধরার বৈধ লাইসেন্সের অধিকারী, একটি পৃথক লাইসেন্স প্রদানের পরিবর্তে, এই ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ সাপেক্ষে সাপেক্ষে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছ ধরা এবং মাছ ধরা সম্পর্কিত সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য তাঁর লাইসেন্সর মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারেন। পারেন।	
	(৬) উপ-ধারা (৫)-এর অধীনে একটি লাইসেন্স প্রদান করার সময়, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের যে বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে সেগুলি হলো -	
	(i) মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট, ১৯৫৮ এবং আইন -শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ বা বা জনস্বার্থের অন্য কোন বিষয় অনুসারে মাছ ধরার জাহাজের সমুদ্রপথ সমুদ্রপথ এবং নিরাপত্তা ও পরিচালনার নিয়ম;	১৯৫৮ এর ৪৪
	(ii) ধারা ৬-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা; এবং	
	(iii) ধারা ৯-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা।	
	(৭) এই ধারার অধীনে লাইসেন্স প্রদানে যেকোন অস্বীকৃতি আবেদনকারীকে একটি আদেশের মাধ্যমে লিখিতভাবে জানানো হবে এবং এবং এই ধরনের আদেশ একটি মাছ ধরার জাহাজ বা মাছ ধরার জাহাজের একটি শ্রেণী বা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যা আদেশে উল্লেখ উল্লেখ করা যেতে পারে।	
	(৮) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত একটি লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য বা অন্য	

	অন্য কাউকে বরাদ্দ করা যাবে না, বা কোন তৃতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে কোন কোন আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে না এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন নির্ধারিত হবে ইহার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।	
নির্দিষ্ট কার্যকলাপের র জন্য বিশেষ বিশেষ লাইসেন্স	১৮. (১) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বিনোদনমূলক মাছ ধরা, জল-জল-ক্রীড়া, সামুদ্রিক পর্যটন এবং অন্য কোনও কার্যকলাপের অনুমতি অনুমতি দেওয়ার জন্য বিশেষ লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি দিতে পারে, যেমনটি নির্ধারিত হবে।	
	(২) কেন্দ্রীয় সরকার, একটি বিশেষ লাইসেন্সের মাধ্যমে, একটি জলযানকে জলযানকে সমীক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা মৎস্য চাষ সম্পর্কিত বিষয়ে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার অনুমতি দিতে পারে, তবে নির্দিষ্ট শর্তাবলী সাপেক্ষে।	
লাইসেন্স বিলম্বিত বা বাতিল করা।	১৯. (১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, যদি পর্যবেক্ষণ করে যে বিশ্বাস বিশ্বাস করার মতো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যেখানে কোন লাইসেন্সের ধারক কোন লাইসেন্সের মঞ্জুরি বা পুনর্নবীকরণের জন্য জন্য আবেদনের সময় এমন কোনো বিবৃতি দিয়েছেন যা ভুল বা মিথ্যা, মিথ্যা, তখন, বস্তুগত বিবরণে, আদেশ দ্বারা সেই লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল বাতিল করতে পারেন, তবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে।	
	(২) যদি কোন লাইসেন্সের ধারক বারবার এই আইনের কোন বিধান মেনে মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তাহলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তৃতীয় এবং পরবর্তী পরবর্তী অপরাধে এই ধরনের লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে।	
	(৩) লাইসেন্স ধারককে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত এই পর্যন্ত এই ধারার অধীনে কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হবে না। না।	
	(৪) এই ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার, জনস্বার্থে, আইন-আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে এবং এই আইনের অধীনে লাইসেন্সধারী দায়বদ্ধ হতে পারে এমন অন্য কোনও জরিমানা ছাড়াই, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স স্থগিত করা বা বাতিল করার নির্দেশ দিতে নির্দেশ দিতে পারে।	
	(৫) প্রত্যেক ব্যক্তি যার লাইসেন্স এই ধারার অধীনে স্থগিত করা হয়েছে, এই হয়েছে, এই ধরনের স্থগিতাদেশের পর অবিলম্বে, মাছ ধরা বন্ধ করবেন বা বা এমন কোনো মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন না যার না যার বিষয়ে এই ধরনের লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল এবং স্থগিতাদেশের স্থগিতাদেশের আদেশ লিখিতভাবে প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের ধরনের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করবেন না।	
	(৬) যে কোনো লাইসেন্সধারক ব্যক্তি যার লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা বাতিল করা হয়েছে, তা স্থগিত বা বাতিল করার পর অবিলম্বে লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের কাছে লাইসেন্স সমর্পণ করবে।	
চার্জ এবং এর এর ছাড়ের শুল্ক	২০. (১) এই আইনের অধীনে মাছ ধরার এবং মাছ ধরার প্রতিটি কার্যকলাপের্ জন্যে নির্দিষ্ট চার্জ ধার্য করা হবে যা কিনা কেন্দ্রীয় সরকার সরকার রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শের পরে নির্ধারিত করবে এবং	

	নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেই চার্জ সংগ্রহ করা হবে।	
	তবে, মাছ ধরার জাহাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভাগের জন্য এবং তাদের এলাকা বা পরিচালনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলির জন্য বিভিন্ন চার্জ ধার্য চার্জ ধার্য করা যেতে পারে।	
	(২) কেন্দ্রীয় সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই ধারার অধীনে ধার্য চার্জ থেকে অ-থেকে অ-মোটরচালিত মাছ ধরার জাহাজ, মোটরচালিত মাছ ধরার জাহাজ, জাহাজ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সমীক্ষার কাজ করার জন্যে ব্যবহৃত জাহাজ এবং এই জাতীয় অন্যান্য শ্রেণীর মাছ ধরার জাহাজগুলিকে ছাড় দেবে।	
	(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলির সাথে পরামর্শের পরে, বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, যান্ত্রিক মাছ ধরার জাহাজের নির্দিষ্ট শ্রেণী বা বিভাগগুলিকে এবং মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যকলাপে নিয়োজিত অন্যান্য অন্যান্য জাহাজগুলিকে এই ধারার অধীন ধার্য চার্জ থেকে ছাড় দিতে পারে। পারে।	
	অধ্যায় ৩ **সামুদ্রিক মাছের বিষয়ে পরামর্শমূলক কমিটি**	
সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক বিষয়ক পরামর্শক কমিটি	২১. (১) কেন্দ্রীয় সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, সরকার, মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবী সংগঠন এবং সমিতি, প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক একটি পরামর্শক পরামর্শক কমিটি গঠন করবে।	
	(২) পরামর্শদাতা কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন ও উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যজীবীদের কল্যাণ এবং এই আইনের প্রণয়নের প্রণয়নের বিষয়ে পরামর্শ দেবে।	
	(3) পরামর্শদাতা কমিটির গঠন, তার ব্যবসার লেনদেনের পদ্ধতি সহ এর কার্যকারিতার শর্তাবলী নির্দিষ্ট করা হবে যেমন নির্ধারিত থাকবে।	
	(৪) কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে সময়ে সময়ে এই ধরনের উপ-উপ-কমিটি গঠন করতে পারে যা পরামর্শদাতা কমিটিকে সাহায্য ও সহায়তা করতে পারে।	
	অধ্যায় ৪ **অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং** **অপরাধের বিচার**	
অনুমোদিত কর্মকর্তা	২২. কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলির সাথে পরামর্শের পর, বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং দায়িত্বগুলি দায়িত্বগুলি প্রয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের মধ্যে থেকে যথাযথ সংখ্যক অনুমোদিত অফিসার নিয়োগ নিয়োগ করবে। মাছ ধরার জাহাজের বিভিন্ন শ্রেণি বা মাছ ধরার এলাকা বা বা বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন অনুমোদিত কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে নিয়োগ করা যেতে পারে, যা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।	
অনুমোদিত	২৩. (১) এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করে কোন মৎস্য ধরার জাহাজ	

কর্মকর্তাদের র ক্ষমতা	জাহাজ ব্যবহার করা হচ্ছে বা কার্যকলাপ করা হচ্ছে বলে বিবেচনা করে যে যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা আদেশ বা আদেশ বা প্রজ্ঞাপন, সমন দিয়ে বা না দিয়ে, জারি করতে পারেন।	
	(ক) মাছের জন্য বা মাছ ধরার এবং মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জামগুলির জন্য এই জাতীয় জাহাজ জাহাজ থামিয়ে বা জাহাজে উঠে অনুসন্ধান বা পরিদর্শন করতে পারেন;	
	(খ) এই ধরনের জাহাজের মাস্টার বা অধিনায়ককে নিবন্ধন নথি, লগ বুক, বুক, বা জাহাজ সম্পর্কিত অন্য কোনও নথি, নথিপত্র এবং জাহাজে থাকা থাকা ব্যক্তিদের বিবরণ তৈরি করতে এবং এই জাতীয় নথি এবং তার বিবরণগুলির প্রতিলিপি পরীক্ষা বা নেওয়ার প্রয়োজন;	
	(গ) জাহাজে থাকা কোন ধরা মাছ, মাছ ধরার জাল বা সরঞ্জাম পরীক্ষা করা করা বা জাহাজের সাথে সম্পর্কিত যেকোন নথি পরীক্ষা;	
	(ঘ) এই আইনের কোন বিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হলে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে।	
	(২) যেখানে অনুমোদিত অফিসারের বিশ্বাস করার কারণ থাকবে যে, কোনো বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ এই আইন লঙ্ঘনকারী কোনো অপরাধ অপরাধ করেছে, বা ভারতে কোনো বেআইনি কার্যকলাপ করেছে, সে পরোয়ানা সহ বা ছাড়াই, -	
	(ক) এই জাতীয় জাহাজের বোর্ডে পাওয়া জাল, আহরিত মাছ, সরঞ্জাম, সরঞ্জাম, মজুদখানা বা কার্গো সহ এই জাতীয় জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা এবং করা এবং আটক করা; অথবা (খ) জাহাজ দ্বারা পরিত্যক্ত কোন মাছ ধরার জাল বাজেয়াপ্ত ও আটক করা; আটক করা; অথবা (গ) অপরাধ করেছেন এমন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা এবং এই ধরনের বাজেয়াপ্ত করা বিদেশী মাছ ধরার জাহাজের মাস্টার বা পরিচালককে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত একটি একটি বন্দরে আনার নির্দেশ দেওয়া:,	
	তবে শর্তসাপেক্ষে, এইভাবে আটক বা বাজেয়াপ্ত করা জাহাজ ডকিং এবং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবে এবং থাকবে এবং সেই সঙ্গে আহরিত মাছের মধ্যে যে সকল মাছ জীবিত থাকবে থাকবে তার নির্দিষ্ট মূল্য, যেমন নির্ধারিত হবে, তা দিতেও বাধ্য থাকবে, থাকবে,	
	(৩) উপ-ধারা (২) -র অধীনে একটি বিদেশী মাছ ধরার জাহাজের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে, অনুমোদিত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গতভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যবহার করতে পারেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিবরণসহ এই ধরনের ধরনের বাজেয়াপ্ত করা এবং আটক রাখার বিষয়ে লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করবেন এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অপরাধের রিপোর্ট সহ, বিচার শুরুর জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট বা একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন উপস্থাপন করবেন।	
	(৪) যেখানে অনুমোদিত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে	

	আছে যে একটি ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ ধারা ৬ বা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) বা ধারা ১৭ এর বিধান লঙ্ঘন করেছে, সে এই ধরনের লঙ্ঘনের একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে এবং দেবে এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি জাহাজের মালিক বা জাহাজের স্কিপারকেও প্রদান করা হবে।	
	তবে শর্তসাপেক্ষে যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই উপ-ধারার অধীন ধারার অধীন অপরাধের জন্য কোন মাছ ধরা বা মাছ ধরার সরঞ্জাম জব্দ করবেন না।	
	(৫) যেখানে অনুমোদিত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে একটি একটি ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ ধারা ৬ বা ধারা ১৩ বা ধারা ১৪ বা ধারা ১৫ এর বিধান লঙ্ঘন করেছে, সে- (i) মাছ ধরা, মাছ ধরার সরঞ্জাম, সরঞ্জাম, স্টোর বা মালপত্র সহ জাহাজের জাহাজের নথি জব্দ করতে পারবেন। (ii) মালিক বা জাহাজের অধিনায়ক বা জাহাজের কমান্ডে থাকা ব্যক্তিকে ব্যক্তিকে লিখিতভাবে জাহাজটিকে তার বিজ্ঞপ্তিযুক্ত স্থানে নোঙ্গর ফেলার নোঙ্গর ফেলার নির্দেশ দেবেন; এবং (iii) এই ধরনের লঙ্ঘনের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং কার্যপ্রণালী কার্যপ্রণালী শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা জমা দেবেন।	
	(৬) যেখানে, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের প্রেক্ষিতে, প্রেক্ষিতে, কোনো মাছ ধরার জাহাজ স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমার অঞ্চলের সীমার বাইরে ধাবিত হয়, সেই পরিস্থিতিতে একজন অনুমোদিত অনুমোদিত কর্মকর্তাকে এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি এই সীমার বাইরে সীমার বাইরে ব্যবহার করতে পারেন, যতক্ষণ তা আন্তর্জাতিক আইন এবং এবং ভারতের প্রযোজ্য আইন দ্বারা স্বীকৃত পরিসরের মধ্যে থাকে।	
	(৭)কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এইরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান করতে পারে যাতে তিনি তিনি গভীর সমুদ্রে সক্রিয় ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজের প্রয়োজনে নিযুক্ত নিযুক্ত অনুমোদিত কর্মকর্তাকে তার কার্যভার থেকে বরখাস্ত করতে করতে পারেন।	
বিচার	**২৪**.(১) ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৪) বা উপ-ধারা (৫) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে, বিচারকারী কর্তৃপক্ষ তার প্রতিবেদনে থাকা বিষয়গুলির তদন্ত তদন্ত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ সুযোগ দেওয়ার পর এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করবে করবে এবং তার রায় দান করবে।	
	(২)এই আইনের অধীনে আরোপিত হতে পারে এমন জরিমানা ছাড়াও, যদি, খেত্রসাপেক্ষে বিচারক কর্তৃপক্ষ বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, মনে করেন যে, ধারা ২৩ এর ২৩ এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করা মাছ দ্রুত এবং স্বাভাবিক ভাবে নষ্ট হতে হতে পারে, তবে তিনি এই ধরনের মাছকে জনসাধারণের নিলামে বিক্রির আদেশ দিতে পারেন এবং তার বিক্রির অর্থ তার নিরাপদ হেফাজতে রাখতে পারেন।	
	(৩) খেত্রসাপেক্ষে বিচারক কর্তৃপক্ষ বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে, উপ-ধারা (২) - উপ-ধারা (২) -এ উল্লেখিত বিক্রির আয় থেকে বিক্রি বা নিলাম এর খরচ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দেওয়ার পর	

	অবশিষ্ট আয়, খালাসের সময়, সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন তহবিলে বা মালিক মালিক বা জাহাজের অধিনায়ক বা অন্য কোন ব্যক্তি যার কাছ থেকে এটি এটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাকে প্রদান করা হবে।	
	(৪) ধারা ১৮ এর অধীনে প্রদত্ত বিশেষ লাইসেন্সের শর্তাবলীর লঙ্ঘনের লঙ্ঘনের বিষয়ে বিচার করার পদ্ধতিটি নির্ধারিত ভাবে হতে পারে।	
বিচারকারী কর্তৃপক্ষ।	**২৫.** জেলার মৎস্য বিভাগের সহকারী পরিচালকের পদমর্যাদার নীচে নন রাজ্য সরকারের এরকম একজন আধিকারিককে, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দ্বারা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে পরামর্শের পরে অবহিত করা অবহিত করা যেতে পারে, যিনি ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং উপ-ধারা (৫) এর অধীনে ক্রিত অপরাধের বিচারকারী কর্তৃপক্ষ হবেন।	
আপীল কর্তৃপক্ষ।	**২৬.** সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত পরিচালক পরিচালক (মৎস্য) পদমর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকা একজন কর্মকর্তা, এই ধারার ধারার আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হবেন।	
আবেদন	**২৭.** (১) ধারা ২৪ এর অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যাক্তি তার কাছে আদেশটি যে তারিখ থেকে উপলভ্য উপলভ্য করা হয়েছে তার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন।	
	তবে এই শর্তসাপেক্ষে যে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আপীল গ্রহণ করা হবে না যদি না আপিলকারী আপীল দায়েরের সময় আপিলকৃত আদেশের অধীনে প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ জমা না করে.	
	আপীল কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কিন্তু কিন্তু উল্লিখিত তারিখ থেকে নব্বই দিন শেষ হওয়ার আগে *শর্তসাপেক্ষে শর্তসাপেক্ষে* যেকোন আপীল গ্রহণ করতে পারে, যদি এটি নিশ্চিত হয় যে হয় যে আপীলকারী যথাসময়ে আপীল দায়ের করা থেকে যথেষ্ট কারণ দ্বারা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।	
	(২) আপীল কর্তৃপক্ষ, আপীলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, নির্ধারিত পদ্ধতি পদ্ধতি অনুসরণ করবে।	
রেকর্ড ইত্যাদি ইত্যাদি তলব করার জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা	আপীল কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে বিচারকারী অফিসারের দ্বারা প্রদত্ত প্রদত্ত যেকোন আদেশের রেকর্ড তলব করতে এবং পরীক্ষা করতে পারে পারে এবং যার বিরুদ্ধে ধারা ২৭ এর অধীনে কোন আপীল বাছাই করা হয়নি এই ধরনের আদেশের বৈধতা বা স্বচ্ছতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার পর এইরূপ উপযুক্ত আদেশ দান করতে পারেঃ পারেঃ	
	তবে শর্ত থাকে যে, প্রভাবিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজের বক্তব্য পেশ বক্তব্য পেশ করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান ব্যতীত, কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোন আদেশ প্রদান করা যাবে না।	
তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকারী কর্মকর্তা এবং এবং আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।	একটি মামলা করার সময়, বিচারকারী অফিসার এবং আপীল কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষের একটি তদন্ত চলাকালীন দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীনে অধীনে একটি দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে যখন নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত বিষয়ে, যথা:- (ক) সাক্ষীদের ডেকে পাঠানো এবং বলবৎ করা; (খ) যেকোন নথি আবিষ্কার এবং উৎপাদনের প্রয়োজন; (গ) অফিসের যেকোন আদালত থেকে কোন পাবলিক রেকর্ড বা তার অনুলিপি চাওয়া; (ঘ) হলফনামায় প্রমাণ প্রাপ্তি, এবং (ঙ) সাক্ষী বা নথি পরীক্ষার জন্য কমিশন প্রদান।	

	অধ্যায় ৫ ***অপরাধ এবং দণ্ড***	
ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চলে বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ দ্বারা আইনের আইনের কিছু বিধান লঙঘনের শাস্তি।	**৩০.** যে কোন বিদেশী মাছ ধরার জাহাজ,- (i) ধারা 11 লঙঘন করে ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চলে মাছ ধরতে দেখা গেলে, গেলে, মাছ, গিয়ার, যন্ত্রপাতি, স্টোর বা জাহাজের মালপত্র বা জাহাজ জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে এবং খেত্রসাপেক্ষে মালিক বা অপারেটর বা মাস্টার, শাস্তিযোগ্য হবে এবং এতে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, কারাদণ্ড, বা এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা উভয়ই হতে পারে;	
	(ii) ধারা 12 লঙঘন করে ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে চলাচল চলাচল করলে জরিমানা হবে যার পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা থেকে কুড়ি লক্ষ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।	
একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ দ্বারা আইনের আইনের কিছু বিধান লঙঘনের জন্য দণ্ড।	**৩১.** (১) ধারা 13 বা ধারা 15 লঙঘন করে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে বৈধ বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই মাছ ধরার বা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত যে কোনও কোনও ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ নিম্নলিখিত সারণির তৃতীয়, চতুর্থ এবং এবং পঞ্চম কলামে উল্লেখিত পরিমাণে শাস্তিযোগ্য হবে প্রথম কলামে কলামে উল্লিখিত অপরাধের জন্য দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত মাছ ধরার জাহাজের ক্যাটাগরির রেফারেন্স যথাক্রমে,–	

সারণি

অপরাধ	মাছ ধরার জাহাজের বিভাগ	প্রথম অপরাধের শাস্তি	দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি	তৃতীয় এ পরবর্তী অপরাধের শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ধারা ১৩ এবং ১৫	মোটরচালিত ১৫ মিটারের কম সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ জাহাজ (OAL)	নিল	নিল	দুই হাজা টাকার জরিমানা
	মোটরচালিত ১৫ মিটার বা বেশী সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ জাহাজ (OAL)	দুই হাজার টাকার জরিমানা	পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা	দশ হাজা টাকার জরিমানা
	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটারের কম সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ জাহাজ (OAL)	পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা	দশ হাজার টাকার জরিমানা	পঁচিশ হাজার টাকার জরিমানা
	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটার বা বেশী সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ জাহাজ (OAL)	দশ হাজার টাকার জরিমানা	কুড়ি হাজার টাকার জরিমানা	পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানা

(২) ধারা ৬ বা ধারা ৮ এর অধীনে উপধারা ২ বা ধারা ১৭ এর অধীনে নির্ধারিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছ ধরার বা মাছ ধরার বা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত যে কোনও ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ প্রথম কলামে উল্লিখিত অপরাধের জন্য দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত উল্লিখিত জাহাজের বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পঞ্চম কলামে উল্লেখিত পরিমাণে শাস্তিযোগ্য হবেঃ

সারণি

অপরাধ	মাছ ধরার জাহাজের বিভাগ	প্রথম অপরাধের শাস্তি	দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি	তৃতীয় এ পরবর্তী অপরাধের শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ধারা ৬, ৮(২)এবং ১৭	মোটরচালিত ১৫ মিটারের কম সামগ্রিক সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ (OAL)	নিল	নিল	এক হাজা টাকার জরিমানা
	মোটরচালিত ১৫ মিটার বা বেশী সামগ্রিক সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ (OAL)	এক হাজার টাকার জরিমানা	দুই হাজার টাকার জরিমানা	পাঁচ হাজা টাকার জরিমানা
	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটারের কম সামগ্রিক সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ (OAL)	তিন হাজার টাকার জরিমানা	পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা	দশ হাজা টাকার জরিমানা
	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটার বা বেশী সামগ্রিক সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ (OAL)	পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা	দশ হাজার টাকার জরিমানা	কুড়ি হাজার টাকার জরিমানা

গভীর সমুদ্রে ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ দ্বারা আইনের আইনের কিছু বিধান লঙ্ঘনের	**৩২.** (১) ধারা ১৩ বা ধারা ১৫ লঙ্ঘন করে গভীর সমুদ্রে বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই মাছ ধরার বা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত যে কোনও ভারতীয় মাছ মাছ ধরার জাহাজ প্রথম কলামে উল্লিখিত অপরাধের জন্য দ্বিতীয় কলামে কলামে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয়, চতুর্থ, এবং এবং পঞ্চম কলামে উল্লেখিত পরিমাণে শাস্তিযোগ্য হবেঃ সারণিঃ	

জন্য জরিমানা।

অপরাধ	মাছ ধরার জাহাজের বিভাগ	প্রথম অপরাধের শাস্তি	দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ধারা ১৩ এবং ১৫	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটারের কম সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ (OAL)	পঁচিশ হাজার টাকার জরিমানা	পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানা এবং ত্রিশ দিনের জন্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটার বা বেশী সামগ্রিক সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ (OAL)	পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানা	দুই লক্ষ টাকার জরিমানা এবং ত্রিশ দিনের জন্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২. গভীর সাগরে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (3) এর ধারা (i) লঙঘন করে মাছ ধরা বা মাছ ধরা সম্পর্কিত কার্যকলাপে নিয়োজিত যেকোন ভারতীয় মাছ ধরার ধরার জাহাজ, প্রথম কলামে উল্লিখিত অপরাধের জন্য দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পঞ্চম পঞ্চম কলামে উল্লেখিত পরিমাণে শাস্তিযোগ্য হবেঃ

সারণি

অপরাধ	মাছ ধরার জাহাজের বিভাগ	প্রথম অপরাধের শাস্তি	দ্বিতীয় অপরাধের অপরাধের শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ধারা ৬(৩) (i).	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটারের কম সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের জাহাজ জাহাজ (OAL)	কুড়ি হাজার টাকার জরিমানা	চল্লিশ হাজার টাকার জরিমানা এবং ত্রিশ দিনের জন্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
	যন্ত্রচালিত ১৫ মিটার বা বেশী সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের জাহাজ জাহাজ (OAL)	পঁচিশ হাজার টাকার জরিমানা	এক লক্ষ টাকার জরিমানা এবং ত্রিশ দিনের জন্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বিশেষ লাইসেন্সের শর্তাবলী লঙঘনের জন্য দণ্ড।

৩৩. যদি কোন ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ ধারা ১৮ এর অধীনে প্রদত্ত বিশেষ লাইসেন্সের শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই ধরনের জাহাজের মালিক বা অপারেটর দণ্ডনীয় হবেন এক্ষেত্রে লাইসেন্স স্থগিত স্থগিত বা বাতিলের সাথে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

অনুমোদিত কর্মকর্তাদের র বাধার জন্য

৩৪. (১) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগে একজন একজন অনুমোদিত অফিসারকে বাধা দেয়, তাহলে সে শাস্তিযোগ্য হবে– হবে–

জরিমানা।	(i) ১৫ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজের ক্ষেত্রে, পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১৫ মিটার বা তার বেশী সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের জাহাজের ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা জরিমানা; (ii) বিদেশী মাছ ধরার জাহাজের ক্ষেত্রে, জরিমানার পরিমান পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।	
কোম্পানি দ্বারা অপরাধ. অপরাধ.	**৩৫.** (১) কোন কোম্পানি দ্বারা এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটিতহলে, সেই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা কোম্পানির দায়িত্বে বা বা কোম্পানির ব্যাবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, কোম্পানি সহ সেই সকল সকল ব্যাক্তিও অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সে অনুযায়ী শাস্তি পাবে:	
	তবে সর্তসাপেক্ষে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই এই ধরনের কোন ব্যক্তিকে কোন শাস্তির জন্য দায়ী করবে না যদি সে প্রমাণ প্রমাণ করে যে অপরাধটি তার অজান্তে সংঘটিত হয়েছে এবং তিনি এই ধরনের অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত সমস্ত যথাযথ চেষ্টা করেছেন।	
	(২) উপ-ধারা (১) এ যাই থাকুক না কেন, যেখানে এটি প্রমাণিত হবে যে এই এই আইনের অধীন একটি অপরাধ একটি কোম্পানি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে হয়েছে এবং ইহা প্রমানিত হয়েছে যে অপরাধটি কোম্পানির পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তার সম্মতিতে বা যোগসাজশে সংঘটিত সংঘটিত হয়েছে বা অপরাধের দায় এদের উপর বর্তায় সেক্ষেত্রে এই ধরনের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তাকেও সেই অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া নেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।	
	অধ্যায় ৭ **বিবিধ**	
তহবিল গঠন	৩৬. (১) সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে এবং এবং সেখানে জমা হবে-	
	(ক) এই আইনের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন অনুদান বা ঋণ ঋণ দিতে পারে;	
	(খ) এই আইনের অধীনে সংগৃহীত সকল রসিদ; এবং	
	(গ) এই আইনের উদ্দেশ্যের জন্য কোনো রাজ্য সরকার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত কোনো অনুদান বা ঋণ।	
	(২) ঐতিহ্যবাহী জেলে যারা মোটরবিহীন মাছ ধরার নৌযান পরিচালনা করে এবং মৎস্যজীবীদের সুস্থিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই তহবিল তহবিল ব্যবহার করা হবে, যেমন নির্ধারিত হবে।	
	(3) কেন্দ্রীয় সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার পরিচালনার জন্য একটি সত্তা নিয়োগ করবে।	
যে সকল অপরাধগুলো আমলযোগ্য হতে হবে	৩৭. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর মধ্যে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ধারা ২৮-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি আমলযোগ্য হবে	
সরল বিশ্বাসে বিশ্বাসে গৃহীত গৃহীত	৩৮. (১) কোন মামলা, প্রসিকিউশন বা অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া কোন কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা উত্তরবিচারকারী উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যকর	

পদক্ষেপের সুরক্ষা	বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না, যা কিছু সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বা তার দায়িত্ব দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং এই আইনের বিধান অনুসারে অনুসারে কর্তব্য।	
	(২) এই আইনের বিধান অনুসারে সরল বিশ্বাসে করা বা ইহার উদ্দেশ্যে করা করা কোনো কিছুর জন্য সৃষ্ট, বা ঘটতে পারে এমন কোনো ক্ষতির জন্য জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অন্য কোনো আইনি কার্যক্রম কার্যক্রম চলবে না।	
নিয়ম তৈরির ক্ষমতা	৩৯. (১) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার পরে, বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই আইনের বিধানগুলি পালনের জন্য নিয়ম তৈরি করতে করতে পারে।	
	(2) বিশেষ করে, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণতার প্রতি কোন প্রকার প্রকার পক্ষপাত ছাড়াই, এই ধরনের বিধিগুলি নিম্নোক্ত সব বা যে কোন কোন বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যথা:-	
	(ক) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে তথ্য সংগ্রহ, সংযোজন, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণের পদ্ধতি;	
	(খ) ধারা ১০-এর অধীনে অ-মোটরচালিত মাছ ধরার নৌযান পরিচালনাকারী জেলেসহ ঐতিহ্যবাহী এবং ছোট আকারের জেলেদের জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা;	
	(গ) ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিদেশী মাছ ধরার জাহাজগুলির জাহাজগুলির বিচরণ বা চলাচলের ক্ষেত্রে ধারা ১২-এর অধীনে যে নিয়মগুলি রয়েছে সেগুলি অনুসরণ করতে হবে;	
	(ঘ) যে সকল মাছ ধরার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ধারা ১৩- এর অধীনে আলোর ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে, সেক্ষেত্রে আলোর ব্যবহার করা যেতে পারে; পারে;	
	(ঙ) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে ফর্ম, বিবরণ এবং ফি, উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে ফি সংগ্রহের পদ্ধতি, ফর্ম, পদ্ধতি এবং সময় যার মধ্যে উপ-ধারা ধারা (৫)-এর অধীনে লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে এবং ব্যতিক্রমী যে যে অবস্থার অধীনে লাইসেন্স ধারা ১৭-এর উপ-ধারা (৮)-এর অধীনে স্থানান্তরিত হতে পারে;	
	(চ) ১৮-এর উপ-ধারা (১) এবং (২)-এর অধীনে বিশেষ লাইসেন্সের শর্তাবলী; শর্তাবলী;	
	(ছ) ধারা ১৯-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিল করার করার পদ্ধতি;	
	(জ) ধার্য করা চার্জ এবং ধারা ২০-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে তার সংগ্রহের পদ্ধতি;	
	(ঝ) বিভাগ ২১-এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে পরামর্শক কমিটির গঠন এবং এর কার্যকারিতার শর্তাবলী;	
	(ঞ) ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে আটক বিদেশী মাছ ধরার জাহাজের উপর আরোপিত চার্জ;	
	(ট) উপধারা (১)-এর অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তের পদ্ধতি পদ্ধতি এবং কার্যক্রম শুরু এবং ধারা ২৪-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে	

	বিচারের প্রক্রিয়া;	
	(ঠ) ধারা ২৭-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তৃক আবেদনের সিদ্ধান্তের পদ্ধতি;	
	(ড) ধারা ৩৩-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম;	
	(ঢ) অন্য কোন বিষয় যা হতে হবে, বা নির্ধারিত হতে পারে।	
সংসদের সামনে পেশ করার জন্য প্রণীত বা জারি করা বিধি এবং প্রজ্ঞাপন।	**৪০.** এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রতিটি নিয়ম সংসদের প্রতিটি কক্ষের কক্ষের অধীনে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটির প্রনয়ন শেষ হলে, সংসদের সংসদের প্রতিটি কক্ষের অধিবেশনে অধিবেশন চলাকালীন, মোট ত্রিশ ত্রিশ দিনের জন্য রাখা হবে যা একটি বা দুটি অধিবেশন অথবা আরো ধারাবাহিক অধিবেশন নিয়ে গঠিত হতে পারে, এবং যদি, একটি অধিবেশনের পরবর্তী অধিবেশনটি শেষ হওয়ার আগে অথবা পূর্বোক্ত ধারাবাহিক অধিবেশনগুলিতে, উভয় কক্ষই যদি নিয়মে কোন পরিবর্তন করতে সম্মত হয় বা উভয় কক্ষই একমত হয় যে নিয়মটি করা উচিত নয়, নয়, সেক্ষেত্রে নিয়মটি শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবর্তিত আকারে গ্রাহ্য হবে গ্রাহ্য হবে বা কোন প্রভাব ফেলবে না, যেটি গ্রহণযোগ্য সেই অনুসারে; অনুসারে; সুতরাং, যাইহোক, এই ধরনের কোন পরিবর্তন বা নিয়মের বাতিল সেই নিয়মের অধীনে পূর্বে করা কোন কাজের বৈধতার প্রতি কোন কোন প্রকার প্রভাব ছাড়াই হবে।	
১৯৭৬ এর ৮০নং আইনের প্রভাব।	***৪১.*** *ধারা* 7*-এর উপ-ধারা* (5) *এর* রাষ্ট্রাধীন জলভাগ, *মহীসোপান, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং অন্যান্য সামুদ্রিক আইন,* 1976 *এর বিধাঙ্গুলির এই আইনের উদ্দেশ্যে কোনভাবে কার্যকর হবে না।*	১৯৭৬ এর ৮০
অসুবিধা দূর করার ক্ষমতা। ক্ষমতা।	**৪২.** (১) যদি এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর করতে কোন অসুবিধা অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, এই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনীয় বা সমীচীন হবে এমন বিধান করতে পারে যা এই আইনের বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়:	
	তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর এই ধারার অধীনে অনুরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।	
	(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ, তৈরি হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংসদের প্রতিটি কক্ষের সামনে পেশ করা হবে।	
বাতিল এবং সঞ্চয়।	**৪৩.** (১) ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চল (বিদেশী জাহাজ দ্বারা মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণ) নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১, এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।	১৯৮১ এর ৪২
	(২) এইরকম রহিত হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীনে যা কিছু কোন প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নিয়োগ,সার্টিফিকেট, নোটিশ, বা জারি করা রসিদ, করা রসিদ, আবেদন পত্র, মঞ্জুরক্রীত লাইসেন্স সহ যা কিছু এই আইনের অধীনে ঘটেছে বা যা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় তা এই আইন এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে করা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।	